বিধিনির্ধারিত

বেবী সাউ

বিধিনির্ধারিত
বেবী সাউ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১৭৫ টাকা

Bidhinirdharita by Baby Shaw Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024 Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash) Price: 175 Taka Rs: 175 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98456-6-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

কবি নির্মলেন্দু গুণ

রচনাকাল ২০২০-২৩

১

দুপুরের আলগোছে চুল খুলে শুয়ে আছে প্রকৃতি ও নারী
কে তাকে ভোলাবে স্নেহে? কে যে তাকে তুলে দেবে সেবা অন্ন জল?
উন্মুক্ত মোষের মতো চারপাশে ছুটে আসে ক্ষুধার আগুন
লবণাক্ত হ্রদে ভাসে কণা কণা দাহ আর সময়ের গান
এই সুর কখনো তো শোনেনি শহর, তার পরিজন নিয়ে—
কখনো ভাবেনি দেখে এই দৃশ্য, এই শোক—আদপে অচল
চারপাশে পেতে রাখা মিথ্যের বলয় ঘিরে বিক্ষোভ মিছিলে
শূন্য গ্লাসে মিশে গেছে আর্সেনিক—নেশাতুর কোলের বালিশে
সযতনে কারা যেন রেখে গেছে পরিত্যক্ত পতিতালয়ের
দ্বারে। অথচ এখনও ভ্রমে ভাতঘুমে দেখে কাফনের রং!

২

নিঃসঙ্গ দুপুর বাঁকে চিত হয়ে শুয়ে আছে মাতাল বাতাস
থমথমে চারপাশে বিপুল শ্বাসের কষ্ট বঞ্চনার কথা
পথ ভুলে গেছে সেও—এ পথ ফেরার নয় এইটুকু জেনে
ধীরে ধীরে হাতড়ায় মানচিত্রে শহরের বণিকের গৃহ
নির্মাণকৌশলে খোঁজে সেও শত্রুর চক্রান্ত—ব্যর্থতার পরে
হাহাকার যেভাবেই হোক হেঁটে যাবে এই রাজপথ ধরে
হাততালি দিয়ে ওঠে রক্তাভ পায়ের ছাপে শিকারির মতো
ভীষণ চিৎকার করে বলে—অধিকার শেষে ঘর পেয়ে যাব

৩

ঘর? কোনদিকে আঁকা হয় শহরের পানপাশা অন্ধকার
কোনদিকে ভেসে গেছে ভাগাড়ের মৃত ডানা দীর্ঘ রামধনু
আসন্ন ঝড়ের লোভে ঝোলানো শহর, ব্রিজ—গরিবের পুঁজি
কোনদিক থেকে ভেসে আসে শৈবালের চোখ রমণবিহারে
প্রাচীন পথের খাঁজে জেগে ওঠা সেই শিলালিপি মরুভূমি
তার পেট চিরে মাঝে কে আজ ঘুমায় দেখো নিশ্চিন্ত প্রয়াসে
গাল বেয়ে বয়ে আসে লালা থুতু কফ চিহ্ন সমুদ্রের তীর

৪

কুড়িয়েছ অন্ধকার? দাবদাহ দুপুরের ছাই মৃত পাপ?
নগ্ন নগরীর চোখে বসিয়েছ পাহাড়ের লোভ? শূন্য গ্লাস?
প্রকাশ্য লুণ্ঠনে দেখো ভেসে গেছে সেই নারীর প্রণয়গীত
দুস্যতার লোভে তুমি চারপাশে ছড়িয়েছ অন্নের ফলক
খুঁটে খুঁটে হেঁটে আসে, দেখো, পথশিশু কফিন জড়িয়ে গায়
সময়ের কান্না বাজে, সময় ভোলায় মাতা পিতা এ সংসার

৫

দুপুর অধিক ভেবে, হাতপাখা বের করে কুমারী কুসুম
অপরাহ্ণে চোখে লেখে তীক্ষ্ণ লোহার নজর নিদ্রাহীন বাঁকে
গোপন ভাটার টানে ফিরে ফিরে দেখে সেই মুগ্ধ বলাকার
চলন। গভীর রোদ। মোহনার দিকে সেও ওড়ে অবশেষে
ওপাশে পরাগ গন্ধ ওপাশেই জলশব্দ বেজে ওঠে রোজ
ডিমের কুসুম লোভে অধিক অধিক মাছ মীনজন্ম ছেড়ে
কুমারীকে ছুঁতে চায়, দু'উরুর ফাঁকে—মৃত্যু পরিচয় ভেঙে

৬

প্রতিটা মুহূর্ত জুড়ে বেজে ওঠে জন্মশিকারির হানা, চাকু
ইঁদুরের গর্তে ঢুকে যায়—সাপের খোলস; চরের শ্মশানে
কার দেহ ঝুলে আছে? সুন্দরের উপত্যকা জোরে হেসে ওঠে
শেয়ালের বাচ্চা ফেলে উড়ে উড়ে আসে হিংস্র শকুনের চোখ
মানুষের মাংস লোভে; চারপাশে পেতে রাখে ফাঁদ ও কৌশল
গর্জে ওঠে ইসরাফিল, তার লাল ঘুম চোখ প্রচণ্ড উদ্যমে
করুণ আবহ সুরে ছোটে, ঢেকে রাখে নগ্ন যুবতীর দেহ

৭

কে তাকে ভোলাবে আজ? কে যে তাকে বলে দেবে বংশপরিচয়?
সমাজের চোখে বাজে ক্ষোভ লোভ হিংসা দ্বন্দ্ব—হরিণীর লাশ
বিমূর্ত কুহক জালে বেঁধে রাখা নাগপাশ আকাশের নাভি
বজ্রবিদ্যুৎসহ হেঁটে ফেরে ঈশ্বরের হাত অন্নহীন চোখে
কোনদিকে ক্ষুধা আছে? কোনদিকে ফুটে আছে কুমারী কুসুম?
দুধের বাটিতে রাখা চন্দ্রবড়া নাগিনীর মিলনপর্ব
এ আকাশ সব বোঝে শূন্যতার ফেরেশতায় প্রতিশ্রুত পানি
যে বনে পাখির ঠোঁটে ঝুলে থাকে মগ্নহীন গাছের বিষাদ

৮

গণিকাপাড়ার খাটে শুয়ে আছে লুসাকার গভীর জঙ্গল
অন্ধকার এত ঘন? কোনদিকে যাব আমি? নেশাতুর মনে
রাশিচক্র ভেঙে আজ মীনজন্ম ইশারাতে নিহত প্রেমিক
আগুনের লোভে তার পুড়ে গেছে হৃদয়ের ঘুমাচ্ছন্ন মাথা
অনেক শুশুক চোখ বরফের শাড়ি খুলে হাসনুহানার
বনে। চোখ মারে। আর নিশিডাকে খুলে দেয় নাভির আশ্বাস
বিপন্ন পাড়ার বাঁকে তখনই যে বেজে ওঠে কুকুরের স্বর
ঘুমন্ত চিতার পাশে ফিসফিস সুরে বলে—বাড়ি যাবে? বাড়ি!

৯

নিরীহ ঘুমের দেশে অসুখের বিষ ঢেলে কী সুখ তোমার!
প্রত্যহ খুনের লোভে শিখে গেছ ততদিনে রক্তের দায়িত্ব
ইস্পাতের গুঁড়ো এসে ঢোকে চোখে মুখে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে
নারী ও শিশুর লাশ। মহাশূন্যে খুঁজে ফেরে ক্ষীণ বাতিঘর
হরিণীর দেহলোভে নখ আরও বড় হয়, আরও দীর্ঘ ছায়া
এ জনবসতি দেখে অন্ধ পৌষের মাঠে বিদ্যুৎ নিশান

হঠাৎই খেলার ছলে তুমিও চিকিৎসা দেবে? দেবে সেবা? দয়া?
শরীর তো দয়া চায়—কিন্তু মন চেয়ে বসে সেবা ভালোবাসা

১০

ঝড় শান্ত হলে পরে, শূন্যতা ফুঁপিয়ে কাঁদে মেঘ আস্তানায়
সন্তানের কচি মুখ ভেসে ওঠে, পিতা ডাকে নিরীহ উদ্ভিদে
মানুষের আয়ু খেয়ে ততক্ষণে শ্বাপদের গোলাপি শরীর
রহস্যের মায়া পাতে, চাঁদের আলোয় আঁকে ড্রাগনের মুখ
লকলকে জিভ, কালো ছায়া, চুম্বনের বিষ, মদ আর গান
নির্বিকার শূন্য হাতে বসে থাকে পরাজয় শিকারির দল

ব্যথার আগুন বুকে পিতা ও মাতার দল, নীলষষ্ঠি খেতে
দুপুরের মেঘ দেখে হেসে ওঠে হা হা হি হি মাতাল জোয়ারে

চিতার সাহস বুকে জেগে ওঠে; ঝাঁপ দেয় কাঠের দরজা
দক্ষ হাতে লিখে রাখে রক্ত ঘাম প্রকৃতির মৃত্যু ও জরায়ু